গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অনুবিভাগ
মনিটরিং-২ শাখা
www.mofl.gov.bd

বিষয়ঃ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের ওপর ১৬/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের ওপর স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভা ১৬/০৫/২০২৩ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ-এর সভাপতিত্বে এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে Zoom Platform-এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট ''ক'' তে সন্নিবেশ করা হলো।

২.০। উপস্থাপনা:

২.১। সভাপতি উপস্থিত এবং Zoom Platform-এর মাধ্যমে যোগদানকৃত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ''কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরেন এবং তিনি প্রকল্প পরিচালক-কে সভার আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক Power Point Presentation-এর মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় তিনি জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পটির ডিপিপি ১৯৮৭৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৩/১১/২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার খুরুশকূল ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। খুরুশকূল এলাকায় আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত ৪৬০৯টি পরিবারের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; গুণগত মানসম্পন্ন কাঁচা মাছ সংগ্রহের জন্য আধুনিক মৎস্য অবতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; শুটকী মাছ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে গুনগত মানসম্পন্ন শুটকি মাছের প্রবেশাধিকারে সহায়তাকরণ- এ উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি জানান যে, চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা, আরএডিপিতে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং এপ্রিল/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৯৩.০০ লক্ষ টাকা, যা আরএডিপি বরাদ্দের মাত্র ২৭.৭২% । এপ্রিল/২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৪৭.০০ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র ৫.৭৭%।

৩.০। আলোচনাঃ

৩.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি-তে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এপ্রিল/২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, কর্পোরেশনের আওতাধীন কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার কেন্দ্রে নবনির্মিত প্রকল্প অফিস ভবন (দ্বি-তলবিশিষ্ট) গত ২২-০২-২০২৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। অবতরণ শেড (অকশন শেড) এবং ল্যাব, অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী নির্মাণ সংক্রান্ত ০২টি কাজের পাইলের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন

হয়েছে। বর্তমানে ফুটিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। ১০টি পাবলিক টয়লেট-এর মধ্যে ০৭টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেনিটারী, প্লাম্বিং ও ইলেক্ট্রিক্যালের কাজ বাকী আছে। অবশিষ্ট ০৩টি ভবনের নির্মাণ কাজ জুন/২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। ৩৫০টি গ্রীণহাউজ মেকানিক্যাল ড্রায়ারের মধ্যে ডিপিএম পদ্ধতিতে কার্যাদেশপ্রাপ্ত কর্পোরেশনের আওতাধীন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর (চমব)-কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৫২টি ড্রায়ারের বেজমেন্ট তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান- এসটিপি ও স্যানিটেশন লাইন স্থাপন সংক্রান্ত কাজের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদারকে গত জানুয়ারি/২৩ মাসে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। মাছ প্রক্রিয়াকরণের ইকুইপমেন্টসমূহ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয়ের নিমিত্ত চমব-এর নিকট মূল্য সম্বলিত প্রস্তাব আহ্বান করা হলে গত ১৪ মে, ২০২৩ তারিখে দর প্রস্তাব প্রেরণ করেন। প্রাপ্ত দর প্রস্তাব মূল্যায়ণের জন্য অচিরেই চমব-এর সাথে নেগোসিয়েশন সভা আহ্বান করা হবে। ইটিপি ও পানি শোধনাগার স্থাপন কাজের দরপত্র ইতোমধ্যে আহ্বান করা হয়েছে। আগামী ২২-০৫-২০২৩ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।

৩.২। অনুমোদিত ডিপিপি-তে যানবাহন ক্রয় (মটর সাইকেল ব্যতীত) খাতে ১৫৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে বর্ণিত প্রকল্পের জন্য গাড়ী ক্রয়ের পরিবর্তে পরিবহন সেবা ক্রয়ের সুপারিশ থাকায় গাড়ী ক্রয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে পরিবহন সেবা খাতে ডিপিপি-তে কোন বরাদ্দ না থাকায় গাড়ী ভাড়া করাও সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে কর্পোরেশন হতে ০১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ গাড়ী সাময়িকভাবে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি-তে গাড়ীচালক (আউটসোর্সিং) এবং জ্বালানী খাতে অর্থের সংস্থান থাকায় গাড়ীচালকের বেতনসহ বরাদ্দকৃত গাড়ীর জ্বালানী খরচ প্রকল্প কার্যালয় হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

৩.৩। ল্যাব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শুটকি মাছ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে "ভ্যাকুয়াম পদ্ধতি" অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। প্যাকেজিং খরচ কমানোর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে গত ৩১-০৫-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের ২য় পিএসসি সভায় "ভ্যাকুয়াম পদ্ধতির" পরিবর্তে "নাইট্রোজেন পদ্ধতিতে" শুটকি মাছ প্যাকেটজাত করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের প্রেক্ষিতে গত ০৭-১২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের ৩য় পিএসসি সভায় "নাইট্রোজেন পদ্ধতির" পরিবর্তে পুনরায় "ভ্যাকুয়াম পদ্ধতিতে" শুটকি মাছ প্যাকেটজাত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উভয় পদ্ধতি বৃহৎ পরিসরে বাংলাদেশের জন্য নতুন বিধায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে 'নাইট্রোজেন' এবং 'ভ্যাকুয়াম' উভয় পদ্ধতির ০১টি করে প্যাকেজিং মেশিন ক্রয়ের বিষয়ে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করলে উপস্থিত সকলে বিষয়টির সাথে একমত পোষণ করেন।

৩.৪। অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ বলেন- অনুমোদিত ডিপিপি-তে উল্লিখিত বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য প্রকল্পে বরফকলের কোন সংস্থান রাখা হয়নি। এতে করে শুটকি উৎপাদনের জন্য প্রকল্প স্থানে কাঁচা মাছ নিয়ে আগত বোটগুলোর পরবর্তী ট্রীপে যাওয়ার জন্য বরফের প্রয়োজন হলে তাদেরকে অন্যত্র যেতে হবে। ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়ীরা শুটকি মাছ উৎপাদনের জন্য বর্ণিত জায়গায় কাঁচা মাছ আনতে আগ্রহ নাও দেখাতে পারে। প্রকল্প স্থানে এখনও পর্যাপ্ত জায়গা থাকায় এবং সেখানে বরফকল স্থাপন করা হলে ব্যবসায়ীদেরকে একই জায়গায় সকল ধরণের সুবিধাদি প্রদান করা সম্ভব হবে বিধায় প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের সময় সেখানে ৩০ (ত্রিশ) টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বরফকল স্থাপনের বিষয়ে সভা একমত পোষণ করেন।

৩.৫। আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রাক্কলন পিডব্লিউডি'র রেইট সিডিউল-২০১৮ এর আলোকে তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে পিডব্লিউডি'র রেইট সিডিউল-২০২২ চলমান রয়েছে। এতে করে বিভিন্ন কার্যক্রমের দরপত্র আহ্বান করা হলেও আশানুরূপ দরদাতা পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে নির্বাচিত ঠিকাদারও কাজ সম্পাদনে গড়িমসি করছে। এছাড়া কতিপয় কার্যক্রমের এরিয়া, কাজের ধরণ ইত্যাদি পরিবর্তিত হওয়ায় ডিপিপি সংশোধন ব্যতীত দরপত্র আহ্বান করাও সম্ভব হচ্ছে না। এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে গত ০৮/০৫/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি'র ৭ম সভায় সুপারিশ করা হয়। অন্যদিকে আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজগুলো সমাপ্ত করা কোনক্রমেই সম্ভব হবেনা বিধায় মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্যও পিআইসি'র ৭ম সভায় সুপারিশ করা হয়। সামগ্রীক বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে বর্ণিত প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

৪.০। **সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৪.১ ২০২২-২৩ এডিপির বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাত্র ২৭.৭২% এবং প্রকল্প মেয়াদের ০২ বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র ৫.৭৭%। ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ি প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে;

৪.২ ডিপিপি সংশোধনের সময় পরিবহণ সেবা ক্রয় খাতে বরাদ্দ রাখা স্বাপেক্ষে যানবাহন ভাড়া/ সংগ্রহ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে গাড়ী ভাড়া খাতে (কোড-৩২১১১০৭) যানবাহন ব্যবহার চুক্তিভিত্তিক বরাদ্দ রেখে আরডিপিপিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যেতে পারে। ডিপিপি সংশোধন পর্যন্ত প্রকল্প হতে বিধি মোতাবেক জ্বালানী খরচ নির্বাহ করা যেতে পারে;

৪.৩ ল্যাব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শুটকি মাছ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণের জন্য 'নাইট্রোজেন' এবং 'ভ্যাকুয়াম' উভয় পদ্ধতির ০১টি করে প্যাকেজিং মেশিন ক্রয় করতে হবে;

৪.৪ ডিপিপি সংশোধনের সময় প্রকল্প এলাকায় ৩০ (ত্রিশ) টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বরফকল স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৪.৫ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং

৪.৬ ডিপিপি'র সংস্থানকৃত বরাদ্দ, পিপিআর-২০০৮ ও অন্যান্য সরকারি বিধিবিধান অনুসরণ করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।

৫.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(স্বাক্ষর) ৩০/৫/২৩

(ড. নাহিদ রশীদ)
সচিব